ASTRO ARPITA NATH

কুণ্ডলী মিলনে ভকূট দোষ এবং এটি কখন খণ্ডন হয়

Arpita Nath দ্বারা · যোগ, দোষ ও মিলন · 2026-09-23

বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish), বিবাহের সামঞ্জস্য বিচারের (কুণ্ডলী মিলন) জন্য ব্যবহৃত শাস্ত্রীয় ৩৬-পয়েন্টের অষ্টকূট পদ্ধতিতে ভকূট কূট হলো দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন পরীক্ষা। সম্পূর্ণ ৭ পয়েন্ট বিশিষ্ট—যা কেবল নাড়ীর (৮ পয়েন্ট) পরেই দ্বিতীয়—ভকূট দম্পতির পারস্পরিক মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ, মানসিক অনুরণন, আর্থিক সচ্ছলতা এবং দীর্ঘায়ু মূল্যায়ন করে।

উভয় সঙ্গীর চন্দ্র রাশিগুলির (জন্ম রাশি) মধ্যকার আপেক্ষিক দূরত্ব পর্যবেক্ষণ করে ভকূট গণনা করা হয়। যখন এই রাশিগুলি নির্দিষ্ট কিছু সংঘাতপূর্ণ জ্যামিতিক বিন্যাসে পড়ে, তখন স্কোর ৭-এর মধ্যে ০-তে নেমে আসে, যা শাস্ত্রীয়ভাবে ভকূট দোষ নামে পরিচিত ত্রুটি তৈরি করে।

১. ভকূট দোষের তিনটি প্রকার

ভকূট দোষ তখনই সৃষ্টি হয় যখন দুটি চন্দ্র রাশি পরস্পরের থেকে তিনটি প্রতিকূল ভাব বা ঘরের সম্পর্কে অবস্থান করে:

ষড়ষ্টক (৬/৮ সম্পর্ক — সবচেয়ে প্রতিকূল সমন্বয়):
• **জ্যামিতি**: একজন সঙ্গীর চন্দ্র রাশি অন্যজনের রাশি থেকে ষষ্ঠ ভাব এবং অপরজনের রাশি প্রথমজনের থেকে অষ্টম ভাবে অবস্থান করে।
• **তাৎপর্য**: ষষ্ঠ ভাব বিবাদ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দুর্বলতা এবং আইনি ঝামেলার প্রতীক; পক্ষান্তরে অষ্টম ভাব আকস্মিক সংকট এবং আয়ুর প্রতিনিধিত্ব করে।
• **প্রকাশ**: এটি দীর্ঘস্থায়ী ভুল বোঝাবুঝি, মানসিক সংঘাত, শারীরিক জটিলতা এবং প্রতিকারহীন চরম ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা বা বৈবাহিক স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিদ্বাদশ (২/১২ সম্পর্ক):
• **জ্যামিতি**: একজন সঙ্গীর চন্দ্র রাশি অন্যজনের রাশি থেকে দ্বিতীয় ভাবে এবং অপরজনের রাশি প্রথমজনের থেকে দ্বাদশ ভাবে অবস্থান করে।
• **তাৎপর্য**: দ্বিতীয় ভাব পারিবারিক সম্পদ ও কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করে, আর দ্বাদশ ভাব ব্যয়, ঋণ এবং শারীরিক দূরত্বের প্রতিনিধিত্ব করে।
• **প্রকাশ**: আর্থিক সংকট, অতিরিক্ত যৌথ ব্যয়, সম্পদ সঞ্চয়ে অসুবিধা অথবা কর্মজীবন বা জীবনের বাধ্যবাধকতার কারণে দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক দূরত্বের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

নবপঞ্চম (৯/৫ সম্পর্ক):
• **জ্যামিতি**: একজন সঙ্গীর চন্দ্র রাশি অন্যজনের রাশি থেকে পঞ্চম ভাবে এবং অপরজনের রাশি প্রথমজনের থেকে নবম ভাবে অবস্থান করে।
• **তাৎপর্য**: যদিও ৫ এবং ৯ হলো স্বাভাবিক ধার্মিক ত্রিকোণ ভাব, তবুও শাস্ত্রীয় যোটক বিচারে চন্দ্র থেকে চন্দ্র গণনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জোড়া পরিবার বৃদ্ধি, সন্তান বা দার্শনিক মতাদর্শ নিয়ে মতবিরোধ তৈরি করে।
• **প্রকাশ**: সন্তানলাভ ও বংশবৃদ্ধিতে বিলম্ব বা মানসিক চাপ, আদর্শগত গোঁড়ামি অথবা শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও গুরুজনদের সাথে মতভেদ দেখা দিতে পারে।

২. ষড়ষ্টকের মধ্যকার ব্যতিক্রম: মিত্র বনাম শত্রু জোড়া

সব ৬/৮ অবস্থান সমানভাবে ক্ষতিকারক নয়। শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে ষড়ষ্টককে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগে ভাগ করা হয়েছে:

মৃত্যু ষড়ষ্টক (অশুভ / মারাত্মক ৬/৮):
• চন্দ্র রাশিগুলির অধিপতি গ্রহরা স্বভাবগতভাবে পরস্পরের শত্রু।
• **এই জোড়াগুলির অন্তর্ভুক্ত**: মেষ ও বৃশ্চিক (উভয়ের অধিপতি মঙ্গল হলেও রাশির উপাদানে সংঘাত রয়েছে), বৃষ ও তুলা

(উভয়ের অধিপতি শুক্র হলেও পার্থিব বনাম বায়বীয়), মিথুন ও বৃশ্চিক, কর্কট ও ধনু, সিংহ ও মকর, কন্যা ও কুম্ভ, তুলা ও মীন।
• এটি প্রকৃত অর্থেই সম্পর্কের মধ্যে মতবিরোধ এবং স্বাস্থ্যগত বা মানসিক চাপ বয়ে আনে।

প্রীতি ষড়ষ্টক (শুভ / প্রীতিপূর্ণ ৬/৮):
• এটি তখন ঘটে যখন চন্দ্র রাশির অধিপতিরা পরস্পরের স্বভাবগত মিত্র হন অথবা একই গ্রহের অধীনে থাকেন।
• **এই জোড়াগুলির অন্তর্ভুক্ত**: মেষ ও কন্যা (নিরপেক্ষ), বৃষ ও ধনু, মিথুন ও মকর, কর্কট ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন।
• গ্রহগত পারস্পরিক সদ্ভাব টেকনিক্যাল ৬/৮ দূরত্বকে নমনীয় করে তোলে, যা দম্পতিকে সহানুভূতির সাথে বিরোধ মীমাংসা করতে সাহায্য করে।

৩. ভকূট দোষের শাস্ত্রীয় খণ্ডন (ভকূট দোষ ভঙ্গ)

মুহূর্ত চিন্তামণি এবং বৃহৎ পরাশর হোরা শাস্ত্র সহ ধ্রুপদী শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, কুণ্ডলীর ভারসাম্যমূলক অবস্থানের কারণে ভকূট দোষ প্রায়শই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়:

চন্দ্র রাশির একই অধিপতি (এক অধিপতি):
• উভয় চন্দ্র রাশির অধিপতি যদি একই গ্রহ হন, তবে এই দোষ বিনষ্ট হয়।
• **উদাহরণ**: মেষ ও বৃশ্চিক (উভয়েরই অধিপতি মঙ্গল), বৃষ ও তুলা (উভয়েরই অধিপতি শুক্র), মিথুন ও কন্যা (উভয়েরই অধিপতি বুধ), ধনু ও মীন (উভয়েরই অধিপতি বৃহস্পতি), মকর ও কুম্ভ (উভয়েরই অধিপতি শনি)।

চন্দ্র রাশির অধিপতিদের পারস্পরিক গ্রহ মৈত্রী (রাশি মৈত্রী):
• উভয় চন্দ্র রাশির অধিপতিরা যদি পারস্পরিক স্বাভাবিক মিত্র হন (যেমন দেব শিবিরের মধ্যে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি অথবা বিপরীত শিবিরের মধ্যে বুধ, শুক্র ও শনি), তবে মানসিক ও সামাজিক সম্প্রীতির কারণে ০-পয়েন্টের প্রভাব প্রশমিত হয়।

একই নক্ষত্র, ভিন্ন রাশি (এক নক্ষত্র):
• যখন উভয় সঙ্গীর জন্ম নক্ষত্র একই হয় যা দুটি ভিন্ন রাশির মধ্যে বিস্তৃত (যেমন মেষ ও বৃষের মাঝে কৃত্তিকা, অথবা কন্যা ও তুলার মাঝে চিত্রা), তখন অভিন্ন নাক্ষত্রিক শক্তি রাশি স্তরের বিরোধকে বাতিল করে দেয়।

নির্দোষ নাড়ী কূট (৮/৮ পয়েন্ট):
• যদি দম্পতির নাড়ী কূটে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে (কোনো নাড়ী দোষ না থাকে), তবে অর্জিত ৮ পয়েন্ট প্রায়শই ভকূটের ৭ পয়েন্টের ক্ষতি পূরণ করে, যদি সামগ্রিক স্কোর ১৮ পয়েন্টের যথেষ্ট উপরে থাকে।

অনুকূল নবাংশ (D9) অবস্থান:
• যদি সঙ্গীদের D9 লগ্ন এবং D9 চন্দ্র রাশি পারস্পরিকভাবে সহায়ক হয় বা কোনো অশুভ প্রভাবমুক্ত বৃহস্পতি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে D1-এ নির্দেশিত অবচেতন মনের সংঘাত দাম্পত্য জীবনের গভীর স্তরে দূর হয়ে যায়।

৪. ভকূট দোষের বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি

• শুধুমাত্র একটি ভকূট দোষ নিজে থেকেই বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হয় না; এটি মূলত সেই ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে যেখানে দম্পতিকে সচেতনভাবে মানিয়ে নিতে হবে (২/১২-এর ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়, ৬/৮-এর ক্ষেত্রে মানসিক অহংকার বা ইগো, এবং ৯/৫-এর ক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালন/জীবনদর্শন)।

• সম্পর্কের সামঞ্জস্য বা যোটক বিচার করার সময়, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে কোনো শাস্ত্রীয় খণ্ডন বা পরিহার প্রযোজ্য কিনা তা যাচাই করে নিন। যদি দোষ খণ্ডন বিদ্যমান থাকে এবং মোট গুণ ২০ থেকে ২৪-এর বেশি হয়, তবে ভকূট দোষকে সাধারণত সামাল দেওয়া সম্ভব বলে মনে করা হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।